**ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

মঙ্গলবার, ১৮ পৌষ ১৪১৯, ১ জানুয়ারী ২০১৩, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

মেলায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

                        আসসালামু আলাইকুম।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশীয় পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, রপ্তানির প্রসার ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিআইটিএফ একটি কার্যকর বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছরই এর গুরুত্ব বাড়ছে।

মাসব্যাপী দেশী-বিদেশী ক্রেতা-বিক্রেতার এ মিলন মেলায় একে অপরকে জানতে পারবেন। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় হবে। বাণিজ্যিক সেতু বন্ধন রচিত হবে। প্রযুক্তি, ডিজাইন ও উৎপাদন কৌশল বিনিময়ের সুযোগ হবে। উদ্যোক্তারা পণ্যের মান উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ ও প্রতিযোগিতা-সামর্থ্য বাড়ানোর সুযোগ পাবেন।

সুধিমন্ডলী,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করেন। তখন সরকারী কোষাগার ছিল শূন্য। তারপরও তিনি বন্ধ, পরিত্যক্ত, ধ্বংসপ্রায় শত শত শিল্পের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পখাতকে সচল করেন। বার্টার চুক্তির মাধ্যমে পণ্য রপ্তানির পথ উন্মুক্ত করেন। নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তা সৃষ্টি করেন। যাদের অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি-ব্যবসায়ী।

স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারা মার্শাল ল' দিয়ে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। যুদ্ধাপরাধী-স্বাধীনতাবিরোধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আঘাত হানে। পাশাপাশি অর্থনীতিকে পঙ্গু করে। রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের শিল্প-কল-কারখানা বেসরকারীকরণ করে। বেসরকারী খাত এ জন্য প্রস্ত্তত ছিল না। ফলে শিল্পখাত ধ্বংস হয়। তখন কৃষিখাতও অবহেলার শিকার হয়।

দেশের কৃষি ও শিল্পখাতকে ধ্বংসের চেষ্টা তারা ১৯৯১ সালেও অব্যাহত রাখে। আমদানি শুল্ক কমিয়ে বাংলাদেশকে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত করে। তারা পাট শিল্পকে ধ্বংস করে। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংকের সাথে ‘‘বাংলাদেশ জুট সেক্টর এডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট'' চুক্তি করে। শর্ত ছিল পাটকলগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। বিনিময়ে ২৪৭ মিলিয়ন ডলার ঋণ পাবে। পেয়েছে মাত্র ৫২ মিলিয়ন ডলার। প্রতিদানে আদমজীসহ রপ্তানিমুখী পাটকলগুলো বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশ পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাজার হারায়।

তাদের জিএসপি জালিয়াতির কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নে আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়েছিল। সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার কারণে তারা বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারেনি। বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়েছিল।

সুধিবৃন্দ,

১৯৯৬-এ আমরা সরকারে এসে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি। যুগোপযোগী শিল্পনীতি ও আমদানি-রপ্তানি নীতি করি। বেসরকারী ইপিজেড প্রতিষ্ঠার জন্য আইন করি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড সম্প্রসারণ করি। নতুন ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করি।

বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও সহায়তা দেই। দেশীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য মূলধন যোগাড় করি। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেই। অবকাঠামো গড়ে তুলি। গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াই।

আমাদের পাঁচ বছরে রপ্তানি দ্বিগুণ হয়। টেক্সটাইল ও তৈরী পোশাক খাতে ব্যাপক প্রসার ঘটে। ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রী স্থাপিত হয়। নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করে শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানি সুবিধা আদায় করি। তারা অস্ত্র ছাড়া সব পণ্যেই শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করি। উন্নত ও উন্নয়শীল বিশ্বে শুল্কমুক্ত রপ্তানির প্রতিশ্রুতি আদায় করি।

আমরা শিশুশ্রম বন্ধে দাতা সংস্থা ও বিজিএমইএ'র সাথে যৌথভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। রপ্তানির পথ প্রশস্ত হয়।

বিএনপি-জামাত জোট দেশের সব অর্জনই ধ্বংস করে দেয়। তারা হত্যা, নির্যাতন, লুটপাটে ব্যস্ত থাকে। দেশকে সন্ত্রাসী-জঙ্গীবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে। খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে।

সুধিমন্ডলী,

২০০৯ সালে আমরা যখন সরকারে আসি তখন বিশ্বমন্দা চলছিল। দেশে আর্মি-ব্যাকড্ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন ও ধরপাকড়ের কারণে ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীরা হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন। আমরা তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে এনেছি। ব্যবসা বাণিজ্যে স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছি।

আমাদের সরকার বরাবরই ব্যবসা-বান্ধব। এ সরকার ব্যবসায়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমরা মন্দা মোকাবেলায় দুটি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছি। একটি যুগোপযোগী ও উদ্যোক্তা-বান্ধব শিল্পনীতি করা হয়েছে। ২০টি খাতকে থার্স্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব খাতে বিনিয়োগে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। আধুনিকীকরণ ও অটোমেশনের ফলে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে কাজের গতি বেড়েছে।

আমরা সম্ভাবনাময় এলাকাগুলোতে সাতটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছি। চার বছরে ৩৮২ কোটি ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে।

এসএমই'র প্রসারে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা সৃজনে বিনা জামানতে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হচ্ছে। এর প্রতিফলন এ বাণিজ্য মেলায়ও পড়েছে। ৪৬ জন নারী উদ্যোক্তা এ মেলায় স্টল নিয়েছেন। গতবার ছিল ২৩ জন।

রপ্তানির নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে কানাডা, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, মেক্সিকো, ব্রাজিলসহ অনেক দেশে রপ্তানি বেড়েছে। চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াসহ কয়েকটি দেশে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

রপ্তানিতে ১৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চার বছরে রপ্তানি ১৪ বিলিয়ন ডলার থেকে ২৪ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। চলতি অর্থবছর পাঁচ মাসে ১০ বিলিয়ন ডলারের অধিক রপ্তানি হয়েছে। পণ্য বহুমুখীকরণে আমাদের উদ্যোগগুলো সফল হয়েছে। ওষুধ, প্লাস্টিক ও রাবারজাত পণ্য, ফার্নিচার, জলযান, সিরামিকস প্রভৃতি পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। দেশীয় চাহিদাও বেড়েছে।

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রসারকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ সুবিধা দিচ্ছি। ফলে কৃষিসহ অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। গত অর্থবছরে ৪০ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছি। পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশীপের মাধ্যমেও অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।

সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ঢাকা-আরিচা সড়ক চারলেনে উন্নীত হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও নবীনগর-চন্দ্রা সড়ক চারলেনে উন্নীত করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

৩৭৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে ৬৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮৪২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া লক্ষ্যের চেয়েও বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। সাত বছরের ঘাটতি এবং নতুনভাবে সৃষ্ট ব্যাপক চাহিদা মেটাতে ৪৯২৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ২৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। আমদানি কার্যক্রমও হাতে নিয়েছি।

কয়লা ও গ্যাস-ভিত্তিক তিনটি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুই হাজার মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট বেড়েছে। আরো গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। নতুন উত্তোলন কূপ খনন করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ব্লক টেন্ডার দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় গড়ে সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ দেশ। পশ্চিমা বিশ্বে বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি-ইঞ্জিন হিসেবে দেখা হচ্ছে। বৈশ্বিক যোগাযোগ সামর্থ্য সূচকে বাংলাদেশ ছয় ধাপ এগিয়েছে।

২০১২ সালে রেকর্ড ১৪ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সরকারী খাতে ৫ লক্ষ ও বেসরকারী খাতে ৭৫ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। মানুষের আয়-রোজগার বেড়েছে। বিশ্বের নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশলের প্রশংসা করেছে।

আমরা কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৮৫০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। পাঁচ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা আমাদের এ অগ্রযাত্রাকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করছে।

ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীবৃন্দ,

বাংলাদেশের অর্থনীতির এ বিশাল সাফল্যে আপনাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আপনারা বিশ্ব প্রতিযোগিতা-সামর্থ্য অর্জন করেছেন। ব্যাপক কর্মসংস্থান করছেন। শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করছেন। শুল্ক ও কর দিয়ে সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করছেন। আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি আরো বাড়ানোর জন্য আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের ‘‘জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল'' জাতিসংঘে পাশ হয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি অনন্য গৌরব। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ হবে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ। আমরা জঙ্গীবাদ দমন করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ চলছে। কেউ যাতে আর মানবতাবিরোধী অপরাধ করার সাহস না পায় তা নিশ্চিত করেছি।

আসুন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে সবাই মিলে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৩ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।